VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

NAAC ACCREDITED ‘A’ GRADE

Topic: বৈষ্ণব পদাবলী

Course Title: প্রাগাধুনিক সাহিত্য

Paper: 8

MODULE:1

Semester: 4

Name of the Teacher: PROF. SUBRATA SAMANTA

Name of the Department: Bengali

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ও গৌরচন্দ্রিকা

রাধা কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক চৈতন্য বিষয়ক যে পদাবলী আমরা পাই সেখানে মধুর রসের তুলনায় অন্যান্য রসের পদ সংখ্যায় অল্প হলেও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের সংখ্যা অল্প নয়। চৈতন্য পরবর্তী যুগের মহাজনদের দৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্য ছিলেন রাধা কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রস আস্বাদনের জন্য রাধাভাব রূপ ধারণ করে চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে আমরা পাই নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত প্রমূখ। মুরারি গুপ্ত সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যদেবের জীবনী রচনা করেন। গৌরচন্দ্রিকা প্রবর্তক নরোত্তম দাস।

মহাপ্রভুর মৃত্যুর পর বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থকতা কীর্তন গানে। কীর্তন গান ব্যতীত পদাবলী সাহিত্যের কোন স্থান নেই। বর্তমানে আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্য মূল্য বিচার করে মুগ্ধ হই, আবৃত্তি করি। মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর অর্থ ছিল কীর্তন; আর এই কীর্তনের তাৎপর্য ভাগবত- লীলাকীর্তন। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস বাংলাদেশের নাম কীর্তন বা সংকীর্তনের প্রবক্তা শ্রী মহাপ্রভু এবং প্রভু নিত্যানন্দ সকলে মিলে কৃষ্ণনাম করার অর্থ হল সংকীর্তন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও সাধনা বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলী, শ্রীচৈতন্যদেবের অলোকসামান্য প্রভাবের দান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব না হলে বৈষ্ণব পদাবলীর এই ঐশ্বর্য দেখা যেত না। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বৈষ্ণব পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি ও তত্ত্বাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেবল কাব্যের একটি শাখা হিসেবে পরিগণিত হয় থেমে থাকেনি, ক্রমে রাধাকৃষ্ণ একটি বিশেষ তত্ত্বদৃষ্টির সাহায্যে পরিমার্জিত হয়ে নবরুপ ধারণ করল। চৈতন্যদেবের লীলাসংক্রান্ত ও স্তুতিবাচক পদগুলিকে বৈষ্ণব পদকর্তারা গৌরচন্দ্রিকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পরই বৈষ্ণব পদ সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে এবং তা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞদের দৃষ্টিতে শ্রী চৈতন্যদেব ছিলেন রাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ। তাঁর ধ্যানবিগ্রহকে সামনে রেখে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিগন রাধা কৃষ্ণ লীলা কথা বর্ণনায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। চৈতন্যোউত্তর যুগে একদিকে যেমন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচিত হয়,তেমনই গৌরাঙ্গ দেবের প্রেমময় মূর্তিটিকে অবলম্বন করে অজস্র পদাবলীর সৃষ্টি হয়। মহাপ্রভুর জীবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণব গন রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মাহাত্ম্য কে

প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর ধর্মসাধনার মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের যে প্রগাঢ়তা ছিল, কৃষ্ণলাভের যে আকুলতা ছিল, তা রাধার আকুল আকাঙ্ক্ষার নামান্তর। মহাপ্রভুর সেই ভাববিভোর জীবনকে অবলম্বন করে সে যুগে যেসব পদ রচিত হয় সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি গৌরচন্দ্রিকার পদ, আবার অনেক গুলি বিশেষভাবেই চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত জীবনের আলেখ্য। গোবিন্দ দাসের একটি পদে গৌরাঙ্গ দেবের ব্যক্তিগত জীবনের একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। যেমন-

"নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে

পুলক মুকুল অবলম্ব।

স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত

বিকশিত ভাব কদম্ব।।

কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।

অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু

সুরধুনী তীরে উজোর।।"

গোবিন্দদাসের এই পদে দিব্যভাববিভোর গৌরাঙ্গের চারিত্র্য মাধুর্য সুন্দর শব্দ,চিত্রের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে রাধার মতো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরাঙ্গ যেন আবেগ বোধ করছেন। শ্রী রাধার পূর্বরাগের সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য শ্রী গৌরাঙ্গের উপর আরোপ করে যে যে পদ রচিত হলো তা গৌরচন্দ্রিকা।

শ্রী চৈতন্যদেবকে তাঁর ভক্ত মন্ডলী এক বিশেষ লীলা দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁকে রাধা ও কৃষ্ণের বিগ্রহ বলে মনে করতেন। গৌরচন্দ্র ছিলেন বহিরঙ্গে রাধা ও অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ, তাই বলা হয়েছে -"রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি"

নরহরি সরকারের একটি পদে মহাপ্রভুর আবির্ভাব এর তাত্ত্বিক দিক সুন্দরভাবে প্রকাশিত- "গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত কেমনে ধরিত দে। রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানাতো কে।।"

পারিভাষিক অর্থে গৌরচন্দ্রিকা শব্দের অর্থ ভূমিকা বা আরম্ভ কিন্তু শব্দটির তাৎপর্য অন্য ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, চন্দ্রিকা শব্দের অর্থ জোৎস্না কিরণ। চন্দ্রের কিরণ যেমন অন্ধকার পৃথিবী আলোকিত করে তেমন চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনাগীতি রাধা কৃষ্ণ লীলা প্রবেশ

আলোকসম্পাত করে। হিমাংশু দীপ্তি বাইরের জগত আলোকিত করে আর গৌরচন্দ্র আলোকিত করে অন্তর্জগৎ। গৌরলীলা বৃন্দাবনলীলার ভাব প্রতিবিম্ব। রাধাকৃষ্ণলীলা কীর্তনের ভূমিকা হিসেবে এই পদগুলি কীর্তনের আসরে প্রথমে পরিবেশিত হয়। রাধামোহন ঠাকুরের একটি বিখ্যাত পদ-

"আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ।

করতলে করই বয়ন অবলম্ব।।"

এই গৌরচন্দ্রিকা শ্রোতার মানুষ চোখে যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা পূর্বরাগ রঞ্জিত শ্রীরাধার উদ্বেগ ব্যাকুলতার চিত্র।

গোবিন্দদাসের অপর একটি বিখ্যাত পদ -

"পতিত হেরিয়া কাঁদে/ থির নাহি বাঁধে/ করুণ নয়নে চায় ।"

প্রেমাবতার মহাপ্রভু ব্রাহ্মণ চন্ডাল নির্বিশেষে প্রেমভক্তি বিতরণ করতেন; সমাজে যারা পতিত,অবহেলিত তাদের প্রতি মহাপ্রভুর ছিল অপরিসীম করুণা।পদটিতে তার সেই করুণাঘন মূর্তিটি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। যেমন-

"বরণ আশ্রম কিঞ্চন- অকিঞ্চন

কার কোন দোষ নাহি মনে।

কমলা- শিবি-বিহি দুলহ প্রেমধন

দান ক্রয়ে জগজনে।।"

গোবিন্দ দাস গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি চৈতন্যদেবের বহুকাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভু কে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তাঁর জীবনে ঘটেনি, তবুও ভক্তির আবেগে এবং সূক্ষ্ম কল্পনার গুণে তিনি চৈতন্যদেবের প্রেম ঘন মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পরমানন্দ ঠাকুরের একটি বিখ্যাত পদ "পরশমনির সাথে,কি দিব তুলনা রে!" এই পদটিতে গৌরাঙ্গ দেবের করুণাঘন মূর্তি প্রকাশ পেয়েছে। গৌরাঙ্গদেবের গুণ স্পর্শ মনি, কামধেনু অথবা কল্পতরু ইত্যাদি সবকিছুর তুলনায় বেশি। সকলকে অযাচিত ভাবে প্রেম বিলিয়ে দেওয়া তাঁর ধর্ম। একটি পদে আছে-

"গৌর চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কীরে

এমন করিতে নারে আলো।"

জ্ঞানদাসের একটি পদে দেখা যায় গৌরাঙ্গের মধ্যে রাধার পূর্বরাগের আবেগাকুল রূপটি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। সেখানে গৌরাঙ্গের প্রেমমূর্ছিত মূর্তিটি এই রূপ-

" সহচর সঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।

চলিতে না পারে খেনে পরে মুরছিয়া।।"

মহাপ্রভুর প্রেমলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদের মধ্যে অনেকেই কবি ছিলেন। যেমন- বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, নরহরি সরকার, বংশী বদন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

তাঁরা একদিকে গৌড়লীলাকে বৃন্দাবনলীলার ভাব প্রতিরূপ হিসেবে গ্রহণ করে অন্যদিকে তেমনই চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বমুহূর্তে শচীমাতা ও নদিয়া বাসীদের শোকার্ত মানসিক অবস্থার চিত্র অঙ্কন করে যশস্বী হয়েছেন।

বাসুদেব ঘোষের একটি পদের বর্ণনা আছে চৈতন্যদেব গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে নিয়ে সংসার ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তাঁর দুচোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে-

"কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে

কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।"

বাসুদেব ঘোষের 'আজিকার স্বপনের কথা' পদটিতে শচীমাতার স্বপ্নের কথা বর্ণিত হলেও তাঁর সন্ন্যাস মূর্তিটি সুন্দরভাবে চিত্রিত। শচীমাতা স্বপ্ন দেখছেন নিমাই যেন সন্ন্যাস থেকে ফিরে এসে মাকে বলছে- "তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে রহিতে নারি নীলাচলে।"

বল্লভদাসের একটি পদ -"নিতাই করিয়া আগে,চলিলেন অনুরাগে,আইলা সবাই শান্তিপুরে" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শচীমাতার সঙ্গে চৈতন্যদেবের মিলনের করুন দৃশ্যের রূপায়ণ এই পদটিতে দেখা যায়।

এইভাবে দেখা যায় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী পদকর্তাগণ অলৌকিক প্রেমলীলার ভাবগম্ভীর চিত্র অঙ্কন করেছেন সেইরূপ তারই সমান্তরালভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের দৃশ্য। যেখানে মাতা-পুত্রের আকুলতা, চিরন্তন স্নেহসম্পর্কটি চিত্রিত। এই উভয় শ্রেণীর পদেই পদকর্তাদের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।